স্মরণীয় যাঁরা-৪

ড. বিজিত ঘোষ

পুস্তক বিপণি
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যে পাতায় যিনি আছেন

- ১. প্যারীচাঁদ মিত্র ১১
- ২. প্যারীচরণ সরকার ১৩
- ৩. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৫
- ৪. করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
- ৫. গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
- ৬. বিধুশেখর ভট্টাচার্য ২১
- ৭. মুকুন্দ দাস ২৩
- ৮. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২৫
- ৯. অতুলচন্দ্র গুপ্ত ২৭
- ১০. দেবেন্দ্রমোহন বসু ২৯
- ১১. গোপীনাথ কবিরাজ ৩১
- ১২. যোগেন্দ্রনাথ বাগচী ৩৩
- ১৩. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩৫
- ১৪. সুরেন্দ্রনাথ সেন ৩৭
- ১৫. সুশীলকুমার দে ৩৯
- ১৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১
- ১৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৪৩
- ১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫
- ১৯. নীলরতন ধর ৪৭
- ২০. মীরা দেবী ৪৯
- ২১. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৫১
- ২২. প্রভাত চক্রবর্তী ৫৩
- ২৩. প্রমথনাথ বিশী ৫৫
- ২৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী ৫৭
- ২৫. ভগৎ সিং ৫৯
- ২৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
- ২৭. সমরেশ বসু ৬২

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুলাই প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে একটি অসামান্য সামাজিক নকশা রচনা করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকেই কেউ কেউ প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে মনে করে থাকেন। সমকালীন যুগ ও জীবনের বিশ্বস্ত ছবি আঁকা হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটিতে। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন প্যারীচাঁদ। সে-কালের মহান শিক্ষক ডিরোজিওর অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্যও তিনি। বাংলার নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন প্যারীচাঁদ। সেকালের বিখ্যাত 'Calcutta Review' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। বাংলা, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁকে বলা হত 'ডিকেন্স অব বেঙ্গল'। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় লেখালিখিতে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত 'ইংলিশম্যান', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকায়। সমকালে চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁর 'The Zemindar and Ryots' প্রবন্ধটি। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে রচিত।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'Bengal Legislative Council' -এর সদস্য হিসেবে অনেক উল্লেখযোগ্য, জনহিতকর কাজ করে গেছেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্যালকাটা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

এছাড়াও তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। পশু-ক্লেশ নিবারণী সভার সভ্য। বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। জাস্টিস্ অফ দি পীস্ পদ অলংকৃত করেছিলেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), A Biographical Sketch of David Hare' (১৮৭৭), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯), 'The Spiritual Stray Leaves' (১৮৭৯), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) ইত্যাদি।

সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর 'Notes on Evidences of Indian Affairs' (১৮৫৩) নামের গ্রন্থটি।

শেষ বয়সে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। সেই সূত্রে মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রমুখের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয়।

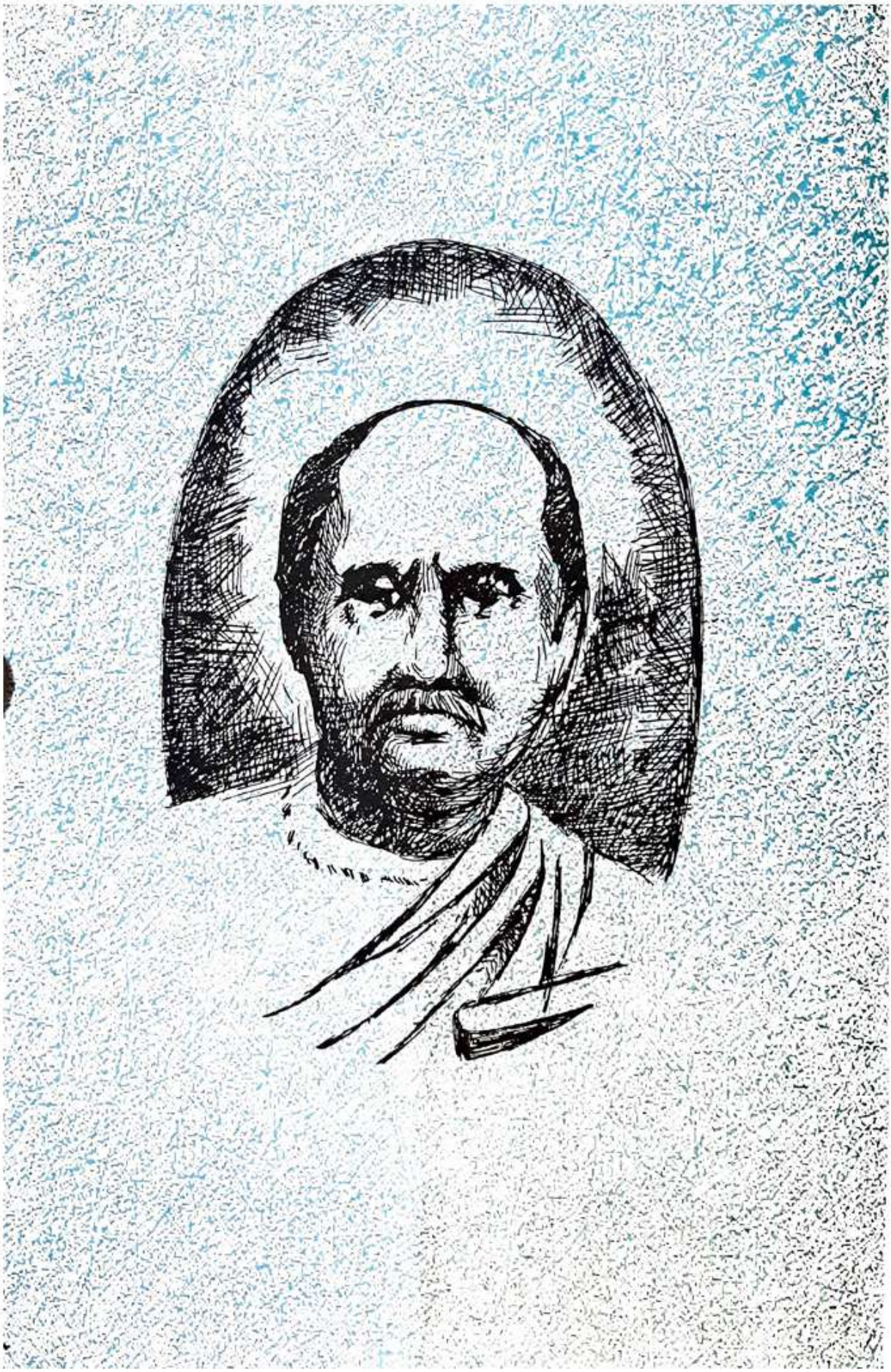

প্যারীচরণ সরকার

প্যারীচরণ সরকারের জন্ম হয় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি। কলকাতার চোরবাগানে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার তড়াগ্রামে। প্যারীচরণের পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার। তিনি হেয়ার স্কুল (সে সময়ে নাম ছিল 'হেয়ার সাহেবের পাঠশালা') ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেন। প্যারীচরণ বিভিন্ন সময়ে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে), বারাসত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে (১৮৪৬-১৮৫৪) ও হেয়ার স্কুলেও বিশেষ সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। তখন এই স্কুলের নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। পরবর্তীকালে এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হেয়ার স্কুল। এরপর (১৮৬৩) প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু এখানেই তিনি কর্মরত ছিলেন।

প্যারীচরণ সরকার 'Well Wisher' এবং 'হিতসাধক' নামে দু'টি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সরকারি পত্রিকা 'Education Gazette' -এরও সম্পাদক ছিলেন তিনি। অবশ্য পরবর্তীকালে এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তিনি সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। এই মতবিরোধের কারণ ছিল, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় একটি ব্যাপক রেল-দুর্ঘটনা। সেই প্রসঙ্গে প্যারীচরণের লেখা সম্পাদকীয়-বক্তব্যের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার সহমত পোষণ করতে পারেন নি। সে-কারণেই পদত্যাগ করেন তিনি।

নানা ধরনের জনহিতকর সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্যারীচরণ। কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। বাংলার নবজাগরণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা স্মরণযোগ্য। বিশেষ করে সুরাপান নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বিস্মৃত হওয়ার নয়।

নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্রের সহায়তায় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটিই ভারতীয়দের পরিচালিত প্রথম বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়।

নারী শ্রমিকদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি তাদের শিক্ষার জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন স্কুলে সে-সময়ে যাতে মেয়েদের পড়তে পাঠানো হয়, তার জন্যও আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন প্যারীচরণ।

প্যারীচরণ ছোটোদের ইংরেজি শেখানোর প্রারম্ভিক গ্রন্থ, 'The First Book of Reading' রচনা করেন। এই গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে প্যারীচরণ কয়েক প্রজন্ম ধরেই বাঙালি জাতির অন্যতম শিক্ষাগুরু রূপে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁকে ইংল্যান্ডের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষক Arnold-এর সঙ্গে তুলনা করে প্রাচ্যের আর্নল্ড বলা হয়ে থাকে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় প্যারীচরণ সরকারের।

মহেন্দ্রলাল সরকার

সুবিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয় হাওড়ার পাইকপাড়ায়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম তারকনাথ সরকার।

মহেন্দ্রলাল সরকারের শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে। এরপর তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। তারপর মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করেন তিনি। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা বিদ্যায় আই. এম. এস. উপাধি পান। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে এম. ডি. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রধান খ্যাতি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেরণাদাতা ছিলেন মহেন্দ্রলাল। যদিও তিনিই একদা এই চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক ও সহ-সভাপতি।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার কিছু দোষ ও ভুলভ্রান্তির কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি হ্যানিম্যান আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতির সুফল ও যৌক্তিকতা বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। সে-কারণে সেই সভায় উপস্থিত দেশি-বিদেশি চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারকে মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বহিষ্কার করে দেন। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পর থেকে নানাবিধ অত্যাচারও সহ্য করতে হয় তাঁকে।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার 'Calcutta Medical Journal' পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকাতেই তিনি তাঁর নিজস্ব মত প্রচার করতে থাকেন।

ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর জীবদ্দশাতেই একজন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর প্রসার ও স্বীকৃতি অর্জনে এ-দেশে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারই ছিলেন অগ্রগণ্য। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'Indian Association for the Cultivation of Science' প্রতিষ্ঠা করেন। ডা. মহেন্দ্রলালই সরকারকে পরামর্শ দেন মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর নির্ধারণ করতে (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের Marriage Act III)।

শ্রমিকদরদী ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তাঁরই উদ্যোগে এই সম্মেলনে চা শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর ছিল অপার মমতা। শ্রমিকের পরিবর্তে অপমানজনক কুলী শব্দ ব্যবহারে তাঁর ছিল তীব্র আপত্তি।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত করা হয়। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সি. আই. ই. এবং ১৮৯০-তে ডা. সরকারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টর অবল' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

এই মহান চিকিৎসকের মৃত্যু ঘটে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে।